বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

মামলা নং ০৪ ২০২০

অভিযোগকারী	বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ৩৭ ৩ এ ইস্কাটন গার্ডেন রমনা ঢাকা স্বপ্র
	বনাম
প্রতিপক্ষ	রাজধানী আইডিয়াল স্কুল ৩৮৯ এ ডি আই টি রোড পশ্চিম রামপুরা ঢাকা

আদেশের তারিখ   ১০ ০২ ২০২১ খ্রিঃ

কমিশন	১।	জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম চেয়ারপার্সন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
	২।	জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
	৩।	জনাব মোঃ আব্দুর রউফ সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
	৪।	ড এ এফ এম মনজুর কাদির সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন
	৫।	জনাব নাসরিন বেগম সদস্য বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ ২০১২ সনের ২৩ নং আইন এর ধারা ৮ এর উপধারা ২ এর বিধান অনুসারে রাজধানী আইডিয়াল স্কুল এর বিরুদ্ধে উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর উপধারা ১ এর বিধান মোতাবেক বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড চিহ্নিত করিয়া “স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন একটি উৎস হইতে পোশাক ক্রয়ে বাধ্য করা হইতেছে'' মর্মে স্বপ্রণোদিতভাবে একটি অভিযোগ আনয়ন করে।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সচিব কর্তৃক ২৩ ১২ ২০১৯ তারিখের ২৩ নং স্মারকের মাধ্যমে “রাজধানী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ শাখা ২ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি নির্দিষ্ট দোকান হইতে স্কুল ড্রেস ক্রয়ে বাধ্য করা” সংক্রান্ত স্বপ্রণোদিতভাবে আনীত অভিযোগের বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য প্রধান শিক্ষক রাজধানী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ শাখা ২ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। বিগত ২৬ ১২ ২০১৯ তারিখের প্রধান শিক্ষক কর্তৃক স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে কতিপয় তথ্যাদি প্রেরণ করা হয় প্রদর্শনী ১ । পত্রটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আনীত অভিযোগের বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিসেস শওকত জাহান ২৬ ১২ ২০১৯ তারিখে স্বাক্ষরিত পত্রের মাধ্যমে জানান দীর্ঘ ১২ বছর আগে রাজধানী আইডিয়াল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও অদ্যাবধি অভিভাবকদের অসহযোগিতার কারণে শিক্ষার্থীদের পোশাকের বিষয়ে কোন সচেতনতা লক্ষ্য করা যায় নাই। অবশ্য কতিপয় শিক্ষার্থী এই বিষয়ে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছে। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বিগত ২০১৯ সালে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভিভাবকদেরকে স্কুলের নির্ধারিত দর্জির নিকট হইতে পোশাক বানাইবার জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়। তিনি আরো জানান বিভিন্ন জায়গা হইতে কাপড় ক্রয়ের কারণে অধিকাংশ পোশাকের মধ্যে রং এর ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া ড্রেস এর ডিজাইন অর্থাৎ নমুনা সঠিক হয় না।   কাপড় ও ডিজাইন এর ভিন্নতার ফলে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হয় যাহা নিতান্তই দৃষ্টিকটু। অথচ প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই পোশাক নির্ধারণ এই কারণে করিয়া দেওয়া হয় যাহাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পোশাকের একটি   থাকে যাহা দৃষ্টিনন্দন ও স্কুলের   রক্ষায় সহায়তা করে। তিনি পত্রে আরো উল্লেখ করেন যে শিক্ষার্থীদের নিজেদের বাড়িতে অথবা বাহিরের কোন দর্জি কর্তৃক তৈরীকৃত ড্রেসে স্কুল নির্দেশিত পোশাকের রং ও ডিজাইন ঠিক থাকিলে সেই ক্ষেত্রে স্কুলের কোন আপত্তি থাকে না। এলাকার বেশ কয়েকটি দর্জির সহিত আলোচনা করিয়া একটি স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ করা হইয়াছে। ফলে কাপড়ের রং এর সমতাও রক্ষা হয়। স্কুলের নির্ধারিত পোশাকে রং এর হেরফের ডিজাইন এর ভিন্নতা লক্ষ্য করা হইলে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদেরকে পুনরায় নির্ধারিত ডিজাইন অনুযায়ী পোশাক বানাইবার জন্য বলিয়া থাকেন। ফলে অভিভাবকগণ আর্থিক

লোকসানের মধ্যে পড়ে বলেও তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। প্রধান শিক্ষিকার পত্রের বিষয়বস্তু থেকে প্রতীয়মান হয় যে যে সকল অভিভাবক বাহির হইতে স্কুল ড্রেস সংগ্রহ করিয়া থাকেন তাহাদের অনেকের স্কুল ড্রেস ঠিকমত হয় না বিধায় তাহাদেরকে পুনরায় স্কুল ড্রেস ক্রয় করিবার জন্য বাধ্য করা হইয়া থাকে। স্কুলের আর্থিক কোন লাভ বা অভিভাবকদের অনুভূতিকে আঘাত করিবার জন্য কাজটি করা হয় নাই।

বিচার্য বিষয়

১ স্বপ্রণোদিতভাবে কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগটি প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর বিধান অনুসারে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিবেচনাযোগ্য কিনা

২ স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একক উৎস হইতে সহযোগিতার মাধ্যমে স্কুল ড্রেস ক্রয় করিবার বিষয়টি প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা ১ এর বিধানের লংঘন এর আওতায় পড়ে কিনা

পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

স্বপ্রণোদিতভাবে কমিশন কর্তৃক আনীত অভিযোগটি নিষ্পত্তির লক্ষে ২ দুই টি বিচার্য বিষয় নির্ধারণ করা হইয়াছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে ২ দুই টি বিচার্য বিষয়কে একসাথে বিবেচনা করা হইয়াছে। অভিযোগটি পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের সময় দেখা যায় যে কমিশনের সচিব অভিযোগটি অনুসন্ধানের নিমিত্তে ২৮ ০১ ২০২০ তারিখে অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট বরাবর প্রেরণ করেন। প্রাপ্ত অভিযোগটি অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট কর্তৃক পর্যালোচনা করা হয়। বিস্তারিত তদন্তের পর অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট বিগত ৩০ ০১ ২০২০ তারিখে সচিব বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন বরাবর উক্ত অভিযোগের বিষয়ে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে।

কমিশন অভিযোগের বিষয়ে রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষের শুনানী গ্রহণ করে। শুনানীকালে রাজধানী স্কুলের পক্ষে ২ জন সাক্ষী যথাক্রমে জনাব মোঃ আব্দুল হাই সহকারী শিক্ষক এবং জনাব জাহাঙ্গীর আলম সিনিয়র শিক্ষক সাক্ষ্য প্রদান করেন। সাক্ষ্য প্রদান কালে প্রথম সাক্ষী জনাব জাহাঙ্গীর আলম উল্লেখ করেন যে, ''সুরভি টেইলার্স হইতে ২০১৯ ২০২০ সাল পর্যন্ত স্কুলের সকল ড্রেস নেওয়া হয় কিন্তু এটা বাধ্যকর ছিল না। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ১০০০ এক হাজার জন এবং মনোগ্রাম এর দাম ৫০ পঞ্চাশ টাকা। স্কুলে ড্রেসের নমুনা দেওয়া আছে। ভবিষ্যতে স্কুল কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন টেইলার এর মাধ্যমে ড্রেস সংগ্রহ করার ব্যবস্থা লইবে"। সাক্ষ্য প্রদানের এ পর্যায়ে রাজধানী আইডিয়াল স্কুল এর প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দাখিলীয় ২৬ ১২ ২০১৯ তারিখের পত্র প্রদর্শনী ১ হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় সাক্ষী জনাব মোঃ আব্দুল হাই সহকারী শিক্ষক সাক্ষ্য প্রদানকালে উল্লেখ করেন যে ''স্কুল ড্রেস ক্রয়ের জন্য বাধ্য করা হয় নাই। তবে সুরভি টেইলার্স এর মাধ্যমে ড্রেস নেওয়া হয়।''

পরবর্তীতে বিষয়টির উপরে তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব খালেদ আবু নাছেরকে শুনানী করা হয় । তিনি অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট কর্তৃক দাখিলীয় তদন্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে বক্তব্য রাখেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন প্রদর্শনী ২ নিশ্চিত করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে কোন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ ব্যতিরেকে একক সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হইতে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পোশাক ক্রয়ের অভিযোগের বিষয়টি তুলে ধরা হইয়াছে।

উপরে বর্ণিত পর্যলোচনা ও বিশ্লেষণমূলক তথ্য স্কুলের প্রধান শিক্ষকের ২৬ ১২ ২০১৯ তারিখের পত্র অনুসন্ধান ও তদন্ত ইউনিট এর মতামত ও তদন্তকারী কর্মকর্তার বক্তব্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি উৎস হইতে পোশাক ক্রয়ে শিক্ষার্থীদেরকে বাধ্য করা হইয়াছে তবে কোন অভিভাবক যদি পোশাকের রং ও ডিজাইনের অভিন্নতা রাখিয়া থাকে সেক্ষেত্রে তাহাদেরকে বাঁধা দেওয়া হইত না কিন্তু ভিন্নতা পরিলক্ষিত হইলে পুনরায় নির্দিষ্ট দোকান হইতেই ড্রেস ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা ছিল। অপরদিকে প্রতিপক্ষের সাক্ষীদের বক্তব্য হইতে দেখা যায় সুরভি নামীয় একটি দর্জির দোকান হইতে স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ২০১৯ সাল হইতে একক উৎসের মাধ্যমে স্কুলের পোশাক ক্রয়ে অভিভাবকদের উপর নির্দেশনা

দেওয়া হইয়াছিল যাহা বর্তমানে এই বৎসর আর চলমান নাই। তবে স্কুলের পোশাক এর নমুনা এবং রং এর ভিন্নতা না থাকিলে অভিভাবকরা অন্য জায়গা হইতে পোশাক ক্রয় করিতে পারিত। তবে স্বীকৃত মতেই সকল ছাত্রীর জন্য একটি দর্জির দোকানের মাধ্যমেই পোশাক সংগ্রহ করা হইত যাহা দেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়ণের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা বাণিজ্যে পণ্য স্কুলের ড্রেস বিতরণের ক্ষেত্রে একক উৎসকে উৎসাহিত করা হইয়াছে যাহা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টির মাধ্যমে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশকে বিঘ্নিত করিয়াছে।

উপরে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণ ও আলোচনা হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ ২০১৯ সাল হইতে শিক্ষার্থীদেরকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে স্কুল ড্রেস ক্রয় করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিয়া সুরভি টেইলার্স নামীয় একটি দর্জি প্রতিষ্ঠান হইতে এককভাবে স্কুল ড্রেস ক্রয়ে বাধ্য করিয়াছে যাহা প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা ১ এর বিধানের লঙ্ঘন। উপরন্তু রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একক প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষার্থীদেরকে স্কুল ড্রেস ক্রয়ে বাধ্য করার বিষয়টি স্কুল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃতভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। যেহেতু বিষয়টি প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা ১ এর বিধান অনুসারে বাজারে মনোপলি অবস্থার সৃষ্টির মাধ্যমে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারের কারণ এবং সুরভি টেইলার্স নামীয় একক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ড্রেস সংগ্রহ এবং সরবরাহ করার বিষয়টি পণ্যের বাজার পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের সামিল সেহেতু বিচার্য বিষয় ১ এবং ২ প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর আওতায় কমিশন কর্তৃক বিবেচনাযোগ্য। উল্লেখ্য শুনানী চলাকালীন সময়ে রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ সুরভি টেইলার্স হইতে স্কুল পোশাক সংগ্রহের বিষয়টি বন্ধ করিয়াছে এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা বাস্তবায়ন করিবে মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। সে কারণে স্কুল কর্তৃপক্ষকে কতিপয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হইল।

উপরে বর্ণিত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করিয়া কমিশন নিম্নরূপ আদেশ প্রদান করিল

আদেশ

১। বিচার্য বিষয় ২ দুই টি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইয়াছে এবং প্রতিপক্ষ কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর ধারা ১৫ এর উপধারা ১ এর বিধান লংঘন করা হইয়াছে

২। রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ

১ শিক্ষার্থীদের স্কুল পোশাকের জন্য প্রয়োজনে একটি এবং নির্ধারণ করিতে পারিবে

২ স্কুল ড্রেসের কাপড় রং ডিজাইন এবং মনোগ্রাম অভিন্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে অভিভাবকবৃন্দকে অবহিত করিয়া মনোনীত পোশাকের একটি নমুনা নির্বাচিত দর্জির প্রতিষ্ঠানের নিকট সরবরাহ করিবে

৩ একক উৎস বা একটি নির্দিষ্ট দোকান হইতে পোশাক ক্রয়ের বাধ্যবাধকতা পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে ন্যূনতম ৩ তিন টি দর্জির দোকান নির্বাচনপূর্বক এলাকা ভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক সুষ্ঠু বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে যুগপৎভাবে ড্রেস তৈরী এবং সংগ্রহের কাজ সম্পাদন করিবে

৪ দর্জির দোকান নির্বাচনের জন্য বহুল প্রচারিত ২ দুই টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্টকৃত তারিখের মধ্যে বাছাই কার্যক্রম সম্পন্ন করিবে এবং

৫ স্কুলের যাবতীয় সামগ্রী পণ্য সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর বিধানাবলী অক্ষুন্ন রাখিবার এবং দেশে ব্যবসা বাণিজ্যে প্রতিযোগিতা বিরোধী কর্মকান্ড পরিহার করিবার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধাশীল থাকিবে।

৩। রাজধানী আইডিয়াল স্কুল কর্তৃপক্ষ উহার উপর প্রদত্ত আদেশ ২ অনুসারে গৃহীত ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন আগামী ৩০ মার্চ ২০২১ তারিখের মধ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

কমিশনের সচিব এই আদেশটি জারীর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং উহার অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সচিব বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং সচিব মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবরে প্রেরণ করিবেন।

স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত	মোঃ আব্দুর রউফ	স্বাক্ষরিত	স্বাক্ষরিত
নাসরিন বেগম	ড এ এফ এম মনজুর কাদির	সদস্য	জি এম সালেহ উদ্দিন	মোঃ মফিজুল ইসলাম
সদস্য	সদস্য	ছুটিতে	সদস্য	চেয়ারপার্সন